দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV 23 2002

গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কারে জাতীয় সেমিনার

মুখস্থনির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি বিলোপের সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কিত এক জাতীয় সেমিনারে গতকাল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ পাঠ্যক্রম ও পাঠদান পদ্ধতির সংস্কার, ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্থনির্ভর শিক্ষা পদ্ধতিকে নিরুৎসাহিত করে পর্যায়ক্রমে বিলুপ্তকরণ, পাঠদানকারী শিক্ষক দ্বারাই প্রতিষ্ঠাননির্ভর পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেটিং পদ্ধতি গড়ে তোলার সুপারিশ করেছেন। বক্তারা ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু ও প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফলের অংশবিশেষ চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে সংস্কারের উদ্দেশে ৬০ থেকে ৭৯ নম্বরের স্তরটিকে ভেঙ্গে দু'টি স্তরে পরিণত করে সর্বনিম্ন পাস নম্বর ৪০-এ নির্ধারণের ও ৪র্থ বিষয়ের নম্বর অন্তর্ভুক্তির জন্য পরামর্শ দেন। তারা বলেন, গ্রেডিং পদ্ধতির সর্বোচ্চ স্তরটিকে (৮০ থেকে ১০০ নম্বর) ভেঙ্গে ফেলা হলে এতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আবার সনাতন পদ্ধতির অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে এবং মেধাবীদের তেমন কেউই আর জিপিএ-৫ অর্জন করতে পারবে না। বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষায় কারো পক্ষেই জিপিএ-৫ অর্জন সম্ভব হবে না এবং এটি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সোনার হরিণে পরিণত হবে। ফলে গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

গতকাল (শুক্রবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত এ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাইফুল হক, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমদ, খিলগাঁও মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আজিজুল হক শাহ, সেগুন বাগিচা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আবদুল হাই, তেজগাঁও মহিলা কলেজের অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুল হক, সাংবাদিক সালাহউদ্দীন বাবলু, শহীদুল ইসলাম ও কাজী রুনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের ছাত্র রেজাউল করিম, খোকন দাস প্রমুখ। সেমিনারে মূল

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

মুখস্থনির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ও অধ্যাপক নূরুন্নবী সিদ্দিকী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক সাইফুল হক বর্তমান মুখস্থনির্ভর লেখাপড়া পদ্ধতির সমালোচনা করে শিখন পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।